FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি

ঘেরে বাগদা চিংড়ি মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা-২

ঘেরের পাড় মেরামত এবং তলার কালো কাদা অপসারণ

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিড়ি চাষ করতে ঘেরের পাড় অবশ্যই উঁচু, শক্ত ও মজবুত করতে হবে। বাগদা চিংড়ির অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে ও জৈব-নিরাপত্তা বাড়াতে ঘেরের পাড় মেরামত ও তলার পচা কালো কাদা অপসারণ করা জরুরী।

তলার কালো কাদা অপসারণের গুরুত্ব

- ঘেরের বা পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- তলা শুকানোর ফলে রোগ জীবাণুর বিস্তার কমে যায়
- মাটির কাঙ্ক্ষিত উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়

ঘেরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে প্রি-বায়োটিক প্রয়োগ

প্রি-বায়োটিক হচ্ছে এক ধরনের খাদ্য উপাদান যা উপকারী অণুজীবের উৎপাদন ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রি-বায়োটিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২০০ গ্রাম অটো রাইস পলিশ, ২০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ১০ গ্রাম ইস্ট দশগুণ পানির সাথে মিশিয়ে ২৪-৭২ ঘণ্টা গাজানোর পর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সকালে সমস্ত জলাশয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

প্রি-বায়োটিক ব্যবহারের গুরুত্ব

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা উৎপাদনে সহায়তা করে
- উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে ফলে পুকুরের পরিবেশ এবং পানির গুনাগুণ ভালো থাকে
- পানির pH নিয়ন্ত্রণ করে
- পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য করে এবং উপকারী অণুজীব তৈরী করে

চিংড়ি চাষে ঘেরের জৈব-নিরাপত্তা

জৈব-নিরাপত্তা হচ্ছে রোগের সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে পরিকল্পিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যা সব ধরনের অথবা বিশেষ ধরনের রোগ জীবাণুর সংক্রমণের ঝুঁকি হতে চিংড়িকে রক্ষা করে থাকে। খামারের অবকাঠামো তৈরির নকশা থেকে শুরু করে খামারের উৎপাদন আহরণ করার প্রতিটি ধাপে জৈব-নিরাপত্তা অনুসরণ করা উচিৎ।

জৈব-নিরাপত্তার গুরুত্ব

- রোগজীবাণু/প্যাথোজেন সৃষ্টি এবং রোগ এর বিস্তার সীমিত করে
- জৈব-নিরাপত্তা রোগ নিরাময় এবং প্রাণির উন্নত স্বাস্থ্যের সহায়ক হয়ে থাকে
- চিংড়ি চাষে ক্ষতিকারক জীবাণুর পরিমাণ কমিয়ে রেখে সফলতা বাড়াতে সাহায্য করে

বাগদা চাষে আদর্শ পানির গুণাগুণ

পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ	মাত্রা
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
দ্রবীভূত অক্সিজেন	>৫ পি পি এম
ক্ষারক	৮০-১২০ পি পি এম
তাপমাত্রা	২৮-৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
অ্যামোনিয়া	<০.৯ পি পি এম
লবণাক্ততা	১০-১৫ পি পি টি
সেকি ডিস্ক রিডিং	৪০-৪৫ সেন্টিমিটার

বাগদা ঘেরের পানি ব্যবস্থাপনা (৫০ শতাংশে)

দিন	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১ম	ঘেরে দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঘন ফাঁসের নেটের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করানো	
২য়-৩য়	পানি স্থির অবস্থায় রাখতে হবে	
৪র্থ	ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ	ব্লিচিং পাউডার ৫০ কেজি
৫ম	নিয়মিত হররা টানতে হবে যাতে পানিতে বিদ্যমান ক্লোরিন মুক্ত হয়	
১০ম	অটো রাইস পলিশ + চিটাগুর/গুড় + ইস্ট (১০ গুণ পানির সাথে মিশিয়ে ২৪ – ৭২ ঘণ্টা গাজানোর পর) প্রয়োগ	২০০ গ্রাম+২০০ গ্রাম+১০ গ্রাম
১১ তম	ডলোমাইট লাইম প্রয়োগ	২৫.০ কেজি
১২ তম	অটো রাইচ পলিশ + চিটাগুড়/গুড় + ইস্ট (১০ গুণ পানির সাথে মিশিয়ে ২৪-৭২ ঘণ্টা গাজানোর পর) প্রয়োগ	২০০ গ্রাম+২০০ গ্রাম+১০ গ্রাম
১৩ তম	রাসায়নিক সার প্রয়োগ	ইউরিয়া ৫.০ – ৭.৫ কেজি, এবং টিএসপি ৫.০ – ৭.৫ কেজি
১৪ তম	পানি স্থির অবস্থায় রাখতে হবে	
১৫ তম	পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে	

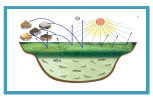

- ঘেরে জুভেনাইল/পিএল মজুদের পূর্বে ১.০-১.৫ ঘন্টা পানিতে অভ্যস্ত করে মজুদ করুন
- সকাল ৯:০০ টা অথবা রাত ৯:০০ টার কাছাকাছি সময় পিএল মজুদ করা উত্তম
- অধিক ফলন পেতে ঘেরে রোগমুক্ত SPF বাগদা পিএল/ জুভেনাইল মজুদ করুন

ঘেরে বাগদা চিংড়ির জুভেনাইল/পিএল এর মজুদ ঘনত্ব

আয়তন	প্রতি বর্গমিটারে (সংখ্যা)	প্রতি শতাংশে (সংখ্যা)	প্রতি বিঘায় (সংখ্যা)	প্রতি একরে (সংখ্যা)
পিএল মজুদ	২৫-৩০	১০০০-১২০০	৩৩০০০-৪০০০০	১০০০০০-১২০০০০
ঘেরে জুভেনাইল মজুদ	০৩-০৪	১৪০-১৫০	৪৬২০-৪৯৫০	১৪০০০-১৫০০০

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish
CGIAR